# ঘোষণা

আমি **'দীপক চন্দ্রের পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাস : বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন'** শিরোনামে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। অভিসন্দর্ভটি অধ্যাপক ড. বিকাশ চন্দ্র পাল মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এই গবেষণাপত্রের কোনো অংশই অন্য কোনো উপাধির জন্য দাখিল করা হয়নি। এটি আমার স্বরচিত এবং মৌলিক রচনা।

দীপঙ্কর সরকার
৭/০২/২০২৬

দীপঙ্কর সরকার
গবেষক
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

**Dr. Bikash Chandra Paul** **M.A., Ph.D.**
Professor
Department of Bengali
Bankura University
Puarandarpur main campus
PIN - 722155
Former Faculty member
Tripua Central University & University of North Bengal

**Residence:**
Professor's Colony
Bolpur
Birbhum
Contact: 9434348793/8371061238
Email: bikashcpaul@gmail.com

Ref. No. ……..  Date:

# TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Sri Dipankar Sarkar [Reg. No. Ph.D/Beng.(1299)/733/R-2020] has prepared the thesis entitle **"দীপক চন্দ্রের পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাস : বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন"** (Dipak Chandrer Purankendrik Uponyash : Bishlesan o Mulyayan) for the award of Ph.D. degree of the University of North Bengal, under my guidance. He has fulfilled the requirements of the University rules and regulation in preparing the said thesis. I further certify that his thesis has not been submitted in this form to any other University or institution previously for any scholarly degree. To the best of my knowledge, it is an original work with sufficient academic merit and fit to be adjudicated for the Ph.D. degree by the University of North Bengal. I wish him all success.

Bikash Paul
(Dr. Bikash Chandra Paul) 7/2/23
Supervisor

Dr. B. C. Paul
Professor
Department of Bengali
Bankura University

Ouriginal

## Document Information

| | |
|---|---|
| **Analyzed document** | Dipankar Sarkar_Bengali.pdf (D157704348) |
| **Submitted** | 2/3/2023 6:20:00 AM |
| **Submitted by** | University of North Bengal |
| **Submitter email** | nbuplg@nbu.ac.in |
| **Similarity** | 0% |
| **Analysis address** | nbuplg.nbu@analysis.urkund.com |

## Sources included in the report

**W** URL: http://www.sachalayatan.com/taxonomy/term/19928
Fetched: 2/3/2023 6:20:00 AM 1

## Entire Document

উত্তরব ববশ্ববব্দ্যালয়ের বালা ববভায়ের অধীয়ে পিএইচ.পি. উপাবধর জেয উপস্থাবপত ৫ায়ববণা অবভসন্দভত দীক চন্দ্রের ি ু রাণন্ত্রকপেক উন্যাস : পিন্ত্রেষণ ও মূল্যায়ন্ ৫ায়বষক দ্ীপঙ্কর সরকার ররপিন্ত্রেশন্ ন্ং : Ph.D/Beng. (1299)/733/R-2020 তত্ত্বাবধোক ি. পিকাশ চে িল্ বালা ববভ্রো উত্তরব ববশ্ববব্দ্যালে রাজা রামযমাহেপ ু র, দ্ািবজ্জভবল-৭৩৪০১৩ ফেব্রুয়াবর ২০২৩

ভূপমকা িৃক্ষ রেমন্ তার পশকড় দ্বারা মাপি আঁকন্ত্রড় ধন্ত্রর িাঁচন্ত্রত চায়, রতমপন্ রকান্ত্রন্া িাপতও তার ঐপতহ্যন্ত্রক আঁকন্ত্রড় ধন্ত্রর িাঁচার রসদ খ ু ঁজন্ত্রি রিন্ত্রত চায়। আর এই অতীতী পশকন্ত্রড়র অন্ুসন্ধান্ত্রন্ স্রষ্টারা পিপভন্ন সমন্ত্রয় মন্ত্রন্াপন্ন্ত্রিশ কন্ত্ররন্ত্রেন্। অতীত ঐপতন্ত্রহ্যর সন্ধান্ দুই প্রকার হ্ন্ত্রত িান্ত্রর— প্রথমত. ৫া একসময় পেল্ পকন্তু আ রন্ই, তার সন্ধান্। পদ্বতীয়ত, একপদন্ ৫া থাকন্ত্রতও িান্ত্রর আর ন্া- ও থাকন্ত্রত িান্ত্রর, তার অন্ুসন্ধান্। প্রথম ধারাপি ইপতহ্ান্ত্রসর অন্ুসন্ধান্ আর পদ্বতীয় ধারা হ্ু পমথ- ি ু রান্ত্রণর অন্ুসন্ধান্। ি ু রাণকথান্ত্রক অিল্ম্ব্ন্ কন্ত্রর মধযেুন্ত্রে ৫া পকেু রল্খা হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে, তার মন্ত্রধয ধমিপ্রতীপতই প্রাধান্য ল্াভ কন্ত্ররপেল্। পকন্তু আধুপন্ক ৫ুন্ত্রে রসই রদিিাদ িিপরণত হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে মান্িতািান্ত্রদ। উপন্শ শতক রথন্ত্রক ধমিান্ুেতযন্ত্রক দূন্ত্রর সপরন্ত্রয় িযপিতন্ত্র, ৫ুপিপিন্ত্রিাধ দ্বারা মান্িতািান্ত্রদর আন্ত্রল্ান্ত্রক িৌরাপণক আখযান্ত্রক িযাখযা করা হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে। আধুপন্ক সাপহ্পতযকন্ত্ররা এই ঐপতন্ত্রহ্যর খপন্ পমথ- ু রান্ত্রণর িারির আশ্রয় পন্ন্ত্রয়ন্ত্রেন্, তা কখন্ত্রন্া ঐপতন্ত্রহ্যর ি ু ন্পন্িিমািন্ত্রণ, আর কখন্ত্রন্া প্রপতিান্ত্রদর মাধযম পহ্সান্ত্রি পকংিা সমকাল্ীন্ সমাজ সমসযার ন ু ন্ িযাখযা প্রদান্ করন্ত্রত। িাংল্া সাপহ্ন্ত্রতয প্রাক-স্বাধীন্তা িান্ত্রি কপিতা, প্রিন্ধ, ন্াটক ইতযাপদ প্রকরন্ত্রণ স্রষ্টারা ি ু রান্ত্রণর থিন্া ও চপরত্রন্ত্রক পিষয়িস্তু পহ্সান্ত্রি চয়ন্ করন্ত্রল্ও উিন্যান্ত্রসর রক্ষন্ত্রত্র তার প্রচল্ন্ অন্ত্রন্কটাই পিল্িপিকান্ত্রল্। সাথিক িাংল্া উিন্যাস িপঙ্কমচে চন্ত্রটািাধযান্ত্রয়র 'দুন্ত্রেিশন্পন্দ্নী' ৃ(১৮৬৫) রচন্ার প্রায় ১০৩ িের িন্ত্রর প্রথম ি ু রাণন্ত্রকপেক িাংল্া উিন্যাস িান্ত্রীন্াথ দান্ত্রশর *কৃষ্ণ িাসুন্ত্রদি' ৃ (১৯৬৮) রপচত হ্য়। এই দীঘি ১০৩ িেন্ত্রর িাংল্া উিন্যান্ত্রস ইপতহ্াস, সমাজ জীিন্, আঞ্চপল্ক জীিন্, রাজন্ীপতক জীিন্ পিষয় পহ্সান্ত্রি উন্ত্রে এন্ত্রল্ও এই প্রথম ি ু রাণ উিন্যান্ত্রসর জায়ন্ত্রিা িাঁধা িাঁধল্। িান্ত্রীন্াথ দাশ প্রদপশিত িন্ত্রথই রপচত হ্ন্ত্রয়ন্ত্রে প্রমথন্াথ পিশীর 'পূণিািতার' ৃ(১৯৭২), সুন্ীল্ েন্ত্রাপাধযান্ত্রয়র 'স্রেষ্ঠী' ৃ (১৯৭১), ৃ 'রাধাকৃষ্ণ' ৃ (১৯৭৬), ৃ 'শকুন্তলা' ৃ (১৯৮০), ৃ 'কণি', ৃ ৫যজ্ঞেকুমার বময়ত্রর 'পাঞ্চজেয' ৃ(১৯৭৭), ৃ'বির সীমবন্তী' ৃ(১৯৮১), কালকূন্ত্রয়র সেময়রশ বসু) শা*' ৃ(১৯৭৮), ৃ'যুয়ের ফশষ

ফসোপবত' ৃ(১৯৮৪), ৃ'প্রায়িতস' ৃ(১৯৮৪), ৃ'পৃথা' ৃ(১৯৮৬), ৃ'অবন্তম প্রণে' ৃ(১৯৮৭), বিত্ত বসয়হর 'জত ু েহ' ৃ(১৯৭৬)-এর মন্ত্রতা উন্যাস। ি ু রান্ত্রণর অন্ত্রল্ৌপককতা ও ভাঁিািদন্ত্রক অপতক্রম কন্ত্রর উিন্যাপসন্ত্রকরা ি ু রাণকথার অন্ত্রর জীিন্ ও তার িাস্তপত্রক ভাল্ান্ত্রক সন্ধান্ত্রন্ পন্মগ্ন হ্ন্ত্রয়ন্ত্রেন্। তাঁরা আিার তথা প্রশ্ন, অন্ান্ত্রল্াপচত রক্ষন্ত্রত্রর িির আন্ত্রল্া রেন্ত্রল্ন্ত্রেন্। িৌরাপণক আখযান্ত্রক পিষয়িস্তু কন্ত্ররই িাংল্া উিন্যাস িেন্ত্রত প্রন্ত্রিশ কন্ত্ররন্ দীক চে। প্রথম উিন্যাস 'হেপ্রন্ত্রে *কৃষ্ণ' ৃ(১৯৭৯) রথন্ত্রক শুরু কন্ত্রর প্রায় চপিশপির অপধক উিন্যান্ত্রস পতপন্ ি ু রান্ত্রণর দ্বারে হ্ন্ত্রয়ন্ত্রেন্। ি ু রাণকথান্ত্রক আধুপন্ক দৃপষ্টন্ত্রকাপ রথন্ত্রক পিচার কন্ত্ররন্ত্রেন্।

Dipankar Sarkar
7/02/2023

গবেষকের স্বাক্ষর

Bikash Paul
তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর 7/2/2

Dr. B. C. Paul
Professor
Department of Bengali
Bankura University

# নিবেদন

জলপাইগুড়ি জেলার চা বাগানে ঘেরা ছোট্ট গ্রাম 'স্বর্গছেঁড়া' গয়েরকাটায় আমার বেড়ে ওঠা। আমাদের গ্রামের বিজয়া দশমীর মেলা সুবিখ্যাত, ছেলেবেলায় বাবা-মায়ের হাত ধরে দশমীর মেলায় যেতাম। বয়সটা ঠিক মনে করতে পারছি না— সম্ভবত সদ্য হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছি। দশমীর মেলা থেকে বাবা কিনে দিয়েছিলেন রাজেন্দ্র লাইব্রেরির মহাভারত, যা ছিল খুবই ছোটো আকারের। তারপর গোগ্রাসে সেই পুজোর ছুটিতে চলল তার আস্বাদন। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় সেই বইয়ের মারফতে কিংবা কথকতার মাধ্যমেও নয়। আমার শৈশবের দিনগুলি জুড়ে রয়েছে নব্বইয়ের দশক। ডটকম যুগের শাসন তখনো জাঁকিয়ে বসেনি, প্রান্তিক গ্রামগুলিতে ঘরে ঘরে ধীরে ধীরে টিভি ঢুকতে শুরু করেছে। দূরদর্শনের মনোরঞ্জনের বিচিত্র সম্ভার মানুষকে বেঁধে রেখেছে। অন্যান্য অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছিল বিভিন্ন পৌরাণিক ধারাবাহিক। শ্রীকৃষ্ণ, শিব, বিষ্ণু, রামকে অবলম্বন করে বিভিন্ন ধারাবাহিক অন্যান্যদের মতো আমার শিশু মনেও নাড়া দিয়ে গেছে। পিতামহী কিংবা মাতামহীর নিকট সান্নিধ্য না পাওয়ার কারণে কথকতার মাধ্যমে পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে পরিচয় আমার ঘটেনি, এই সময়কার সম্প্রচারিত বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনিনির্ভর সিরিয়ালগুলি আমার কাছে পৌরাণিক খোরাক ছিল। দশমীর মেলায় বাবা-মায়ের কাছ থেকে উপহার পাওয়া মহাভারত যেন সেই পৌরাণিক জিজ্ঞাসার খানিকটা নিবৃত্তি ঘটালেও পুরোপুরি জিজ্ঞাসার ইতি ঘটলো না। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করতে এসে হাতে পেলাম রাজশেখর বসুর রামায়ণ ও মহাভারত। মহাভারত ও রামায়ণের সম্পূর্ণ কাহিনিকে জানার সৌভাগ্য হল। এর পূর্বে পৌরাণিক কাহিনিকে শুধুমাত্র আগ্রহী শ্রোতা ও পাঠকের মতো শুনে ও পড়ে গেছি, কিন্তু বিচার ও বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে থেকে নতুন সত্য সন্ধানের পিপাসা জাগেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী', 'চাঁদ বণিকের পালা' পড়তে পড়তে মিথ-পুরাণকে নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম। এরপর পড়া শুরু হল বিভিন্ন পুরাণকথা আশ্রয়ী উপন্যাস। দৃষ্টিকোণ ভেদে কাহিনি কীভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, তা অবলোকন করে বিস্মিত হলাম।

স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর গবেষণার ইচ্ছে নিয়ে তৎকালীন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বিকাশ চন্দ্র পাল মহাশয়ের দ্বারস্থ হই। মিথ-পুরাণের প্রতি ভালোবাসা থেকেই বাংলা উপন্যাসে মিথ-পুরাণের ব্যবহার বিষয়ে তাঁর কাছে গবেষণার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করি। কিন্তু এই বিষয়ে পূর্বে কিছু কাজ হওয়ার জন্য তিনি বিষয়টিকে নতুনভাবে ভাবতে বলেন।

দীপক চন্দ্রের উপন্যাস সম্পর্কে তিনি আমাকে পড়তে বলেন, কারণ ধারাবাহিক উদ্যোগে পুরাণ নিয়ে লিখলেও তাঁকে নিয়ে সবিশেষ গবেষণার কাজ হয়নি। তাই তাঁরই অনুপ্রেরণায় দীপক চন্দ্রের উপন্যাস পড়া শুরু করি। উপন্যাসগুলি পড়তে গিয়ে মনে হয় এই স্বল্প আলোচিত পুরাণকেন্দ্রিক উপন্যাসধারার লেখককে নিয়ে আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তাঁর উপন্যাসে সমকাল ও পুরাণকালের মেলবন্ধন এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুরাণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমার মন ছুঁয়ে যায়। এই ভাবেই শুরু হয় সাহিত্যিক দীপক চন্দ্রকে নিয়ে আমার গবেষণার পথ চলা।

পুরাণনির্ভর কথাসাহিত্য নিয়ে ইতিপূর্বে অনেকেই গবেষণা করেছেন। দীপক চন্দ্রকে নিয়েও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা হচ্ছে। আসাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দীপক চন্দ্রের পৌরাণিক কথাসাহিত্য নিয়ে গবেষণার সংবাদ পাওয়া গেছে। তবে সেই গবেষণাকর্মগুলি দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমি চেষ্টা করেছি আমার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে লেখকের উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করার। এক্ষেত্রে লেখকের দৃষ্টিকোণকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যথাসম্ভব নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেছি। বিষয়টির সঙ্গে অনেকেই ধর্ম, পৌরাণিক নৈতিকতা অনেক কিছুকে যুক্ত করবেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে দীপক চন্দ্র কথাসাহিত্য রচনা করেছেন। ফলে কল্পনা তাঁর সাহিত্যের অনিবার্য উপাদান। যুক্তির দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা নতুন ব্যাখ্যাকে পরিবেশন করাই তো এ যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। মধুসূদন থেকে যার সূচনা এবং সেই ট্র্যাডিশন আজও সমানে চলছে।

এই গবেষণার কাজে অগ্রসর হয়ে সংস্কৃত রামায়ণ কিংবা মহাভারত, পুরাণ পাঠ করতে আমাকে অনুবাদের ওপরেই ভরসা করতে হয়েছে। গবেষণাকর্মে কিছু ক্ষেত্রে কিছু তথ্যের সুবিধার জন্যই পুনরুল্লেখ করতে হয়েছে, বিশেষত পুরাণের পুনর্নির্মাণ এবং চরিত্রনির্মাণ অধ্যায়ে। চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব পুনরুক্তি এড়িয়ে চলার। তবুও সবটা এড়ানো যায়নি। চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র লেখকের নির্দেশিত কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলিকেই গ্রহণ করা হয়েছে, অনেক অপ্রধান চরিত্র সংক্ষিপ্ত পরিসরের কারণে আলোচনা করা যায়নি। দীপক চন্দ্র নামের পূর্বে ডক্টর ব্যবহার করলেও গবেষণার শিরোনামে কিম্বা সাধারণ আলোচনায় ডক্টর পরিহার করেছি।

এই গবেষণাকর্ম এগিয়ে নিয়ে যেতে কিছু মানুষের তরফ থেকে নিরলস সাহায্য পেয়েছি। প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই কাণ্ডারিসম আমার তত্ত্বাবধায়ক, বর্তমানে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিকাশ চন্দ্র পাল মহাশয়কে। তাঁর তত্ত্বাবধান এবং সুপরামর্শ এই গবেষণাকর্মকে এগিয়ে নিয়ে

যেতে সাহায্য করেছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া তাঁর সুচিন্তিত মতামত দিয়ে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁকে আমার বিনম্র প্রণাম। বাংলা বিভাগের বর্তমান বিভাগীয় প্রধান উৎপল মণ্ডল মহাশয়ের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। এছাড়া ধন্যবাদ জানাই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপকগণকে। বিভিন্ন সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন কলা ও বাণিজ্য বিভাগের অনুষদ অধ্যাপক রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক জিনিয়া মিত্র, দর্শন বিভাগের অধ্যাপক অনির্বাণ ভট্টাচার্য। তাঁদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

বহু মানুষ নেপথ্যে থেকে এই গবেষণার কাজকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে গেছেন। ধূপগুড়ি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক নারায়ণ জানার স্নেহ, ভালোবাসা আমার পাথেয়। বিভিন্ন সময়ে তিনি গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছেন, অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মীর রেজাউল করিম এবং রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দীপক কুমার রায় বিভিন্নভাবে আমার গবেষণার অগ্রগতিতে সাহায্য করেছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁদের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ জানাই ডায়মন্ডহারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তপন মণ্ডল ও গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সুনিমা ঘোষকে, তাঁদের সুচিন্তিত মত আমার এই গবেষণায় সহায়ক হয়েছে।

এছাড়াও দুজন মানুষ যাঁরা এই পৃথিবীতে নেই তাঁদের কথা না বললেই নয়। বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক সুবোধ কুমার যশ এই গবেষণাকর্ম দেখে যেতে পারলে অত্যন্ত খুশি হতেন। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিকাশ রায় আমার এই গবেষণার বিষয়টিকে অনুমোদন করেছিলেন, তিনিও এখন এই পৃথিবীতে নেই। এছাড়াও, বিশেষ সাহায্য পেয়েছি লেখকের পুত্র সপ্তর্ষি চন্দ্র এবং পুত্রবধূ জয়ন্তী চন্দ্রের কাছ থেকে। তাঁরা বিরক্তিহীন ভাবে আমায় যেভাবে সাহায্য করে গেছেন, যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এছাড়াও ধন্যবাদ জানাই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ বিভাগকে, যাদের আর্থিক সহায়তা ছাড়া এই কাজ সম্ভব ছিল না। বিভিন্ন অফিশিয়াল কাজে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ ও প্রশাসনিক বিভাগের কর্মীরা বিভিন্ন সময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁদের অশেষ ধন্যবাদ। এছাড়াও এই গবেষণাকর্মে ভ্রাতৃসম ও ভগিনীসম অনেকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

আমার এই গবেষণাকর্ম যাঁদের সাহায্য ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে অচল, যাঁদের সঙ্গে আমার ধন্যবাদের সম্পর্ক নয়। তাঁরা হলেন আমার বাবা, মা, দাদা, বৌদি। তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামেরই

ফসল এই গবেষণা। এই গবেষণাপত্রটি মুদ্রণ কর্মে আমাকে যথাযোগ্য সাহায্য করেছে ভ্রাতৃসম বিশ্বজিৎ মজুমদার। তাকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা।

এই গবেষণাকর্মে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, গয়েরকাটা জাগৃতি পাঠাগার ইত্যাদি গ্রন্থাগারের সহায়তা গ্রহণ করেছি। এছাড়াও বিভিন্ন ইন্টারনেট সাইটের সহায়তা গ্রহণ করেছি। বানানের ক্ষেত্রে সংসদ বানান অভিধানকে অনুসরণ করেছি। হয়তো কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেছে, তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

দীপঙ্কর সরকার
৭/০২/২০২৬

দীপঙ্কর সরকার
গবেষক
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়